জলপাইগুড়ি জেলাতে রাস্তাই এবার ভোটের অন্যতম ইশ্যু

অল্প বৃষ্টিতেই জল জমেছে সুলকাপাড়ার রাস্তায়। ছবি ঃ শুভজিৎ দত্ত

রাস্তা নিয়ে শাসক-বিরোধী ভোটযুদ্ধ সুলকাপাড়ায়

নাগরাকাটা, ১৫ এপ্রিল ঃ পাঁচ কিলোমিটার লম্বা এক বেহাল রাস্তাই এখন শাসক ও বিরোধী সবারই ভোটের ইশ্যু। একটি রাস্তা নিয়েই যে দু-পক্ষ ভোটের ময়দানে নামবে, তা বোধহয় ভাবতে পারেননি সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। যে রাস্তা নিয়ে ভোট ময়দান সরগরম, সেটি নাগরাকাটা থেকে সুলকাপাড়া যাওয়ার একমাত্র পথ। খাতায় কলমে যার নাম রামশাই রোড।

নাগরাকাটার উপকণ্ঠে ৩১ সি জাতীয় সড়ক থেকে শুরু হয়েছে এই রাস্তা। আর শুরু থেকেই রাস্তার দৈন্যদশার শুরু। কোথাও বড়োসড়ো ফাটল। আবার কোথাও ধসে গিয়ে রাস্তা ও ফুটপাথ চেনার আর কোনো উপায় নেই। বর্ষা এলে ওই রাস্তার সঙ্গে পুকুরের কোনো পার্থক্য খুঁজে পান না এলাকার বাসিন্দারা। ফলও মিলছে হাতেনাতে। উলটে যাচ্ছে যাত্রীবাহী টোটো। এমন কি ভাঙা রাস্তার ঝাঁকুনিতে অ্যাম্বুলেন্সেই হয়ে যাচ্ছে প্রসব। এই রাস্তাটিই সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্য লাখ দেড়েক বাসিন্দার একমাত্র ভরসা। ব্লক সদর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছাতে গেলেও ওই রাস্তা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। রোজ প্রায় শ-চারেক পড়ুয়াকে নাগরাকাটা সহ বাইরের স্কুলে যেতে হয় ওই বেহাল রাস্তা দিয়েই। এমনটা চলছে কয়েক বছর ধরেই। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গতবার পুজোর সময় রাস্তাটি মেরামতির জন্য কয়েকলক্ষ টাকা বরাদ্দও করা হয় পূর্ত দপ্তর (সড়ক) থেকে। কিন্তু রুখে দাঁড়ায় এলাকার বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য ছিল, এরকম ছোটো ছোটো মেরামতি বহু হয়েছে। দিন কয়েক পরেই রাস্তা আবার চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। সে কারণে অন্তত ৭ মিটার চওড়া করে নতুন করে রাস্তা তৈরি হোক। মেরামতির কাজের বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজে হাত দিয়েও বাধা পেয়ে সেসময় ফিরে যায়। সূত্রের খবর, এরপর নতুন করে ওই রাস্তা তৈরির জন্য পূর্ত দপ্তর ফের পদক্ষেপও করে। তবে তা এখনও নবান্নের চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি। ফলে ভোটের আগে ওই রাস্তাই এখন এলাকার প্রধান নির্বাচনি ইশ্যু সুলকাপাড়ায়। রাস্তা তৈরি করতে না পারার ব্যর্থতা মানছেন না শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সুলকাপাড়া অঞ্চল কমিটির সভাপতি লতিফুল ইসলাম (বুবুন)। তিনি বলছেন, আমারা এই রাস্তাকেই ভোটের ইশ্যু হিসেবে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, 'মানুষ যখন জোড়াতালি দেওয়া মেরামতি নয়, নতুন রাস্তাই চায়, তাই আমরাও নানা মহলে তদ্‌বির করে নতুন রাস্তার প্রকল্প প্রায় চূড়ান্তই করে ফেলেছি। এজন্য পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর নর্থ জোন ৭ মিটার চওড়া করে ৫ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে তৈরির জন্য প্রকল্প বানিয়ে তা নবান্নে পাঠিয়েও দিয়েছে। ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় দশ কোটি টাকা। ভোট চলে আসায় কাজ হয়তো এখন আর হল না। তবে ভোটের পরেই রাস্তা হয়ে যাবে। এটা যে আমাদেরই সাফল্য সেটাই প্রচারে তুলে ধরা হচ্ছে'। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি পূর্ত দপ্তর (সড়ক)-এর নর্থ জোনের মুখ্য বাস্তুকারের একটি চিঠিও সবাইকে দেখাচ্ছেন। উলটোদিকে, তৃণমূলের অন্যতম প্রতিপক্ষ বিজেপি অবশ্য রাস্তা নিয়ে শাসকদলকেই দুষে পুরোদমে ময়দানে নেমে পড়েছে। দলের নাগরাকাটা ১ নম্বর মণ্ডল কমিটির সভাপতি মনোজ ভুজেল বলেন, 'এখন উলটোপালটা বললে হবে না। কেন ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি ঠিক না, মানুষ সব কিছুই জানেন। রাস্তা নিয়ে বহুবার বিজেপির পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে দরবারও করা হয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আমরাও প্রচারে এটাকেই মূল ইশ্যু করেছি। তৃণমূল এবার ব্যালটেই এর জবাব পাবে।'

যুযুধান প্রতিপক্ষের বাগ্‌যুদ্ধের আবহে এলাকার সাধারণ মানুষ কিন্তু রাস্তা নিয়ে যে ক্ষুব্ধ তা তাদের বক্তব্যেই পরিষ্কার। যেমন টোটো টালকদের সংগঠনের সভাপতি সাকির আলি বলেন, 'দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আমরাই মাঝে মাঝে মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করি। সম্প্রতি আমাকেও একটি বাইক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। রাস্তাতেই প্রসব হয়েছে একাধিকবার। কতজনের কাছে যে রাস্তা তৈরির জন্য গিয়েছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই।' এলাকার ব্যবসায়ী সাহেব আলি বলেন, চারদিকে এতকিছু হল। অথচ এই রাস্তাটিই যে কেন হল না তা বুঝতে পারি না।' সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সুপর্ণ হালদার বলেন, 'রোগীদের ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধে হয়। অনেকেই আমাদের কাছে এসে তা বলেন।' সুলকাপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আনিশ আলম বলেন, 'প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। দেখার কেউ নেই।'

শাসক দলের বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে ধনতলা ও রাজাডাঙ্গার বেহাল রাস্তা

ধুলো ভরতি ধনতলার রাস্তা। ছবি ঃ কৌশিক শীল

ক্রান্তি, ১৫ এপ্রিল ঃ একটি ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনতলা থেকে চৌরঙ্গি অবধি প্রায় ৫ কিমি দীর্ঘ রাস্তা। অন্যদিকে, রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোদালকাটি মোড় থেকে চেল নদীর আগে অবধি বিস্তৃত প্রায় ৩ কিমি রাস্তা। এই দুটি রাস্তার করুণ অবস্থা নিয়ে দুটি এলাকাতেই প্রচারে নেমে পড়েছে বিরোধী সিপিএম, কংগ্রেস ও বিজেপি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকবছর আগে জেলাপরিষদ থেকে ধনতলা বাজার থেকে চৌরঙ্গি বাজার অবধি প্রায় ৫ কিমি দীর্ঘ পিচের রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দু-বছরের মধ্যেই ওই রাস্তাটি ভাঙতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পুরো রাস্তা থেকেই পিচের চাদর উঠে গিয়ে বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। গরমের সময় ধুলোর যন্ত্রণায় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই মুশকিল। আর বর্ষার সময় জল জমছে গর্তগুলিতে। বহুবার পঞ্চায়েত বা জেলাপরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। মাল ব্লকের এই অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। গ্রামের কৃষকরা উৎপন্ন ফসল এই রাস্তা দিয়েই হাটে-বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যান। কিন্তু রাস্তার কারণে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়।

অন্যদিকে, কোদালকাটি মোড় থেকে চেল নদী অবধি রাস্তাটির অবস্থা আরও করুণ। পিচের চিহ্ন খুঁজতে দূরবিনের সহায়তা নিতে হবে। রাস্তা ভেঙে এমন অবস্থা হয়েছে যে যখন-তখন দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের দাবি, এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করাই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। আর সাধারণ মানুষদের এই অভিযোগগুলোকে এবারের প্রচারে তুলে ধরছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতা কমলেন্দু দেবশর্মা বলেন, 'ক্রান্তির সাধারণ মানুষ ন্যূনতম পরিসেবা থেকে বঞ্চিত। রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল নেতারা দিন কাটিয়ে দিয়েছেন।' তিনি সরাসরি জানালেন, 'শাসকদলের এই ব্যর্থতাই আমাদের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার।' অন্যদিকে, মাল ব্লক কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অরবিন্দ সিং বলেন, 'ক্রান্তির জনগণ শুধু প্রতিশ্রুতিই পেয়েছেন। তৃণমূলের নেতারা উন্নয়ন করে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়নের চিত্রটা ক্রান্তির বাসিন্দাদের কাছে একেবারেই পরিষ্কার। ঠিকভাবে ভোট হলে তাঁরা এই উন্নয়নের সমুচিত জবাব দেবেন।' সিপিএম নেতা জগন্নাথ অধিকারীর কটাক্ষ, 'উন্নয়নের বন্যায় রাস্তায় জল জমে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট ভেঙে যাচ্ছে। ক্রান্তিবাসী বুঝতে পারছেন ক্রান্তিতে বাস্তবে উন্নয়নের চিত্রটা কী।' এপ্রসঙ্গে বিদায়ি জেলাপরিষদ সদস্য মিন্টু রায় বলেন, 'দুটি রাস্তাই প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার মাধ্যমে সংস্কারের জন্য চিহ্নিত হয়েছে। নির্বাচন মিটলে রাস্তার কাজ আরম্ভ হবার কথা রয়েছে।' শাসকদলের বিড়ম্বনা বাড়িয়েছেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। তাঁর অভিযোগ 'এই দুটি রাস্তার অবস্থা সত্যিও খুবই খারাপ। অন্তঃসত্ত্বা ও রোগীদের এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া কষ্টকর।' যদিও বিরোধীদের সম্মিলিত আক্রমণকে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল নেতা পঞ্চানন রায় বলেন, 'সারা রাজ্যেই বিরোধীরা হালে পানি পাচ্ছে না। কুৎসা ও অপপ্রচারে ভর করে তারা নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ক্রান্তির মানুষ এদের স্বরূপ জানেন। নির্বাচনে মতদানের মধ্য দিয়েই মানুষ যাবতীয় অপপ্রচারের জবাব দেবেন।'

ভোট নিয়ে ভাবতে নারাজ মেখলিগঞ্জ সীমান্তের বাসিন্দারা

গৌতম সরকার

মেখলিগঞ্জ, ১৫ এপ্রিল ঃ সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হোক। প্রতিবছরই বিভিন্ন নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্তাদের নিকট এমনটাই আর্জি জানান মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা। কিন্তু নেতারা শুধু আশ্বাস দেন, তাঁদের সমস্যার সমাধান আর হয় না। সীমান্তবাসীদের কথায়, সীমান্ত সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, ভোট পার হয়ে যাবার পর এ নিয়ে নাকি কেউই তেমনভাবে মাথা ঘামান না। তাই গ্রামে ভোট চাইতে আসা নেতাদের কাছে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো নিয়ে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না কেউই। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষিত হলেও এই নিয়ে মোটেই ভাবতে রাজি নয় সীমান্তপাড়ের মানুষজন। মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি থেকে জামালদহ- সর্বত্রই সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। নরেশ বর্মন, রফিকুল ইসলাম, মমতা রায়দের মতো সীমান্তপাড়ের একাধিক বাসিন্দা ভোটের কথা উচ্চারণ করতেই খেপে যান। তাঁরা বলেন, কীসের ভোট? ওইসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। বরং সময় নষ্ট। নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাতে হয় তাঁদের। চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। আতঙ্ক নিয়েই বেঁচে থাকতে হচ্ছে। সব কথাই জানেন বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীরাও। তাই প্রতিটি ভোটের আগে তাঁরা এইসব বিষয়গুলি নিয়েই গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। তাই এসব নিয়ে আর তাঁদের কারোর উপর ভরসা নেই। ভোট নিয়েও ভাবনা নেই।

কাঁটাতারের সমস্যা

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া অনেকের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলেছে। বেড়া দেওয়ার কারণে অনেকের জমি বেড়ার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। এতে অনেকের জমি বেড়ার ওপারে চলে গিয়েছে। কয়েকটি গ্রাম একপ্রকার বেড়াবন্দি হয়ে গিয়েছে। কৃষকরা জানান, এখানকার মাটি চাষের জন্য যে খুব ভালো তা নয়। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় অন্য কোনো উপার্জনের পথ তেমন নেই। ভোটের আগে নেতারা শুধু আশ্বাস দেন, সমস্যার সমাধান আর হয় না।

উল্লেখ্য, মেখলিগঞ্জ ব্লকে মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে। যার অধিকাংশই রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, নিরাপত্তার কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বেড়া অনেকের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তুলেছে। বেড়া দেওয়ার কারণে অনেকের জমি বেড়ার ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। এতে অনেকের জমি বেড়ার ওপারে চলে গিয়েছে। কয়েকটি গ্রাম একপ্রকার বেড়াবন্দি হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ বেড়া ডিঙিয়ে তাঁদের বেড়ার ভিতরের জমিতে চাষের কাজে যেতে হচ্ছে। এরজন্য রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন। বেড়াবন্দি মানুষকেও নির্দিষ্ট গেট দিয়ে গ্রামে ঢুকতে এবং বের হতে হচ্ছে। তার উপর একটু এদিক-ওদিক হলেই রয়েছে সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানদের চোখরাঙানি। যেহেতু বেড়ার ওপারেই পড়ে গিয়েছে চাষের জমি, তাই কৃষিনির্ভর এইসব গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়মিত বেড়ার ভিতরে ঢুকতেই হয়। তাঁরা বলেন, এখানে তাঁদের জমিজায়গা সবকিছুই রয়েছে। তাই এলাকা ছেড়ে যে অন্যত্র চলে যাবেন তার কোনো উপায় নেই। এলাকার কৃষকরা জানান, এখানকার মাটি চাষের জন্য যে খুব ভালো তা নয়। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় অন্য কোনো উপার্জনের পথ তেমন নেই। অনেকে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন। আর যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের ভরসা চাষবাসই। কৃষকদের অভিযোগ, এত সমস্যা সঙ্গে নিয়ে চাষবাস করেও ফসলের ন্যায্যমূল্য পান না তাঁরা। সর্বত্র সেচের ব্যবস্থাও নেই। এত সমস্যা সত্ত্বেও কেউ তাঁদের দিকে নজর দেয় না। নেই আলাদা কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও। তাই বরাবরই এইসব সমস্যার সমাধান চেয়ে আসছেন এলাকার মানুষজন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক বৈঠক চলছে। সেইসব বৈঠকে যেতেও এখন আর আগের মতো অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। যে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন এলাকার বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক দলের নেতাও। তাঁদের কথায়, এখন মানুষকে অনেক বোঝাতে হয়। তারপরেও লাভ হয় না। ভোট নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অনেকে আবার মুখের উপর কথা শুনিয়ে দেন। সবমিলিয়ে এখন আর কারোর প্রতিশ্রুতির উপরেই ভরসা রাখেন না সীমান্ত এলাকার মানুষজন। তাঁদের কথায়, প্রতিবারই ভোট আসবে, কিন্তু ভোট দেওয়ার বেশি কিছুই করব না।

আদাবাড়ি এবং ব্রহ্মোত্তর চাতরায় ভোটের ইশ্যু পানীয় জলের সমস্যা

সিতাই, ১৫ এপ্রিল ঃ সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি ও ব্রহ্মোত্তর চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের পরিসেবা পৌঁছায়নি। এলাকার বাসিন্দাদের কাছে এটি একটি মুখ্য সমস্যা। গত পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে বর্তমান শাসকদলের প্রার্থীরা এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেও তাঁরা কথা রাখেননি বলে গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ। আর এই সুযোগে দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে জলের সমস্যাকেই ভোটের ইশ্যু হিসেবে বেছে নিয়েছে বিরোধীরা। অতি গুরুত্বপূর্ণ এহেন সমস্যাকে সমাধান করতে না পারার ক্ষেত্রে শাসকদলের ব্যর্থতাকে হাতিয়ার করে ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে চাইছে বামফ্রন্ট, বিজেপি, কংগ্রেস। অবশ্য গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যান্য খতিয়ান ভোটারদের সামনে তুলে ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না শাসকদলও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আদাবাড়ি ও ব্রহ্মোত্তর চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে সিতাই ব্লকের অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ রয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটের সময় কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা উভয় গ্রামে এই সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ক্ষমতায় এলেও সে প্রতিশ্রুতি কাজে প্রমাণ করা হয়নি। আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাড়ানাটা, শিলদুয়ার, ডাউয়াবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বলেন, 'শুদ্ধ পানীয় জলটুকু আমাদের ভাগ্যে জোটে না। বাড়ির অগভীর নলকূপের আয়রনযুক্ত জল পান করে আমরা দশকের পর দশক পেট এবং চামড়ার নানা অসুখে ভুগছি।' ব্রহ্মোত্তর চাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোবাংলা, ঢেকিয়াজান, গাবুয়া প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দা সন্তোষ বর্মন, নারায়ণ বর্মন, মৃণাল বর্মন প্রমুখ জানান,

আয়রনযুক্ত নলকূপের জলই ভরসা। ছবি ঃ পার্থসারথি রায়

'নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল।' কাজেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে উভয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটারদের একটাই স্লোগান- 'বিশুদ্ধ পানীয় জল দাও, ভোট নাও'।

সূত্রের খবর, শাসক-বিরোধী প্রত্যেকটি দলের পক্ষ থেকেই এই ইশ্যুকে এবার ভোটে স্থানীয়ভাবে কাজে লাগানো হবে। বিজেপির সিতাই ব্লক সভাপতি নারায়ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'ওই দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভোটারদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের দলীয় প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।' কংগ্রেসের প্রদেশ কমিটির সদস্য তথা জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি (প্রাক্তন বিধায়ক) কেশবচন্দ্র রায় বলেন, শাসকদল যেহেতু প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি, কাজেই স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই লাভবান হব।'

বিভিন্ন বিরোধী দলের ওই গ্রাম পঞ্চায়েত দুটিতে ভোটের হিসেব যাইহোক, শাসকদলের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা সেই হিসেবকে কোনো গুরুত্ব দিতে নারাজ। আদাবাড়ি এবং ব্রহ্মোত্তর চাতরা উভয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সংগীতা রায়বসুনিয়া ও দীপিকা রায় দুজনেই জানান, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে আবেদনের ভিত্তিতে জল পরিসেবা দেওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই এগিয়েছে। হঠাৎ নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় সে প্রক্রিয়া থমকে গেল। তবে এলাকার রাস্তা, কালভার্ট, স্কুলবাড়ি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্প যেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, তার নিরিখেই ভোটবাক্সে ভোট পড়বে বলে শাসকদল আশাবাদী।

কেন্দ্রের প্রকল্পে রাজ্যের ব্যর্থতাই জলপাইগুড়িতে হাতিয়ার বিজেপির

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এবং ওই প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতাকে তুলে ধরে জলপাইগুড়িতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রচারের রূপরেখা সাজাতে চলেছে বিজেপি। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য বা কেন্দ্রে নেতারা নির্বাচনি প্রচারে এলেও তার আগেই জেলাস্তর থেকে তারা প্রচারকার্য শুরু করতে চাইছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য প্রচার বন্ধ ছিল। এখন পরীক্ষা শেষ হতেই পুরোদমে প্রচার শুরু করে দেওয়া হয়েছে। জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রচারে কেবল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করাই নয়, প্রচারে নানা অভিনবত্ব নিয়ে আসা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কমিটির অধীনে জেলার সাতটি ব্লক ছাড়াও কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি এবং মেখলিগঞ্জের সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সেইদিক থেকে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে সরাসরি তৃণমূলের সঙ্গে সংঘাত হলেও ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় ৯০ শতাংশ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে, হলদিবাড়িতে তৃণমূল বাধা দেওয়ার জন্য বিজেপি প্রার্থীরা সেইভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারলেও মেখলিগঞ্জে প্রায় ৬০ শতাংশ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা।

জেলা বিজেপি সভাপতি দেবাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ হলেই প্রচার শুরু করা হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প জেলাতে সেইভাবে বাস্তবায়িত করেনি রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, গোটা জেলাজুড়ে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি, স্বচ্ছ ভারত মিশনের শৌচালয় দেওয়া নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ফসল বিমার কোনো প্রচার কৃষকদের মধ্যে করেনি শাসকদল, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়া নিয়েও টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দেবাশিসবাবু বলেন, কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে নিজেদের নামে চালাচ্ছে রাজ্য। সেই বিষয়গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে নির্বাচনি প্রচারে। সেইসঙ্গে গত পাঁচ বছরে জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়নের নাম করে কী কী করা হয়েছে সেগুলিও তুলে ধরা হবে। প্রচারের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন মিছিল-মিটিং করা হবে, অন্যদিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলা হবে বলে জানান দেবাশিসবাবু।

চাকুলিয়া ব্লকের পঞ্চায়েতের দখল নিতে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল

অরুণ ঝা

চাকুলিয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ গত পাঁচ বছরে চাকুলিয়া ব্লকে উন্নয়নের বেহাল দশা, পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যের শাসকদল এবং বিরোধী- উভয় শিবিরেই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। চাকুলিয়ার শাসকদল বামফ্রন্ট যেমন উন্নয়ন না হওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ওপর দায় চাপিয়েছে, তেমনই তৃণমূল কংগ্রেস দায় চাপিয়েছে বামেদের ব্যর্থতার ওপর। ভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তরজা পাল্লা দিয়ে যত বাড়ছে, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের পারদও ততটাই চড়ছে। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অন্য সব কিছুর বদলে উন্নয়ন কেন ইশ্যু নয়, সেটাই তাঁদের কাছে এবারকার ভোটে বড়ো ইশ্যু। অনেক জায়গাতেই ভোট বয়কটের হুমকিও দিয়েছেন ভোটাররা। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের একমাত্র চাকুলিয়াতেই ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট লালদুর্গ রক্ষা করে রয়েছে। গত বিধানসভা ভোট থেকেই শাসকদল চাকুলিয়া জয় করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে চাকুলিয়ায় এবার পঞ্চায়েত ভোট দু-পক্ষের কাছেই রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তার ওপর এলাকায় উন্নয়নের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। প্রশ্ন উঠছে, গোটা রাজ্যে উন্নয়নের জোয়ার বইলেও চাকুলিয়া তা থেকে বঞ্চিত থাকল কেন? পাশাপাশি, গত ৩৪ বছর বাম শাসন থাকলেও চাকুলিয়ার সার্বিক উন্নয়ন হয়নি কেন? আর বাসিন্দাদের এই ক্ষোভকেই কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার চাকুলিয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিলেও তা স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতায় রূপায়ণ করা যায়নি।

চাকুলিয়া ব্লকে মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১১। চাকুলিয়া, বেলন, কানকি, সূর্যাপুর-১ ও ২, নিজামপুর-১ ও ২, বিদ্যানন্দপুর, তোরিয়াল এবং সাহাপুর-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত চাকুলিয়া ব্লকের অধীনে রয়েছে। পরিবর্তনের প্রবল হাওয়া থাকলেও গত পঞ্চায়েত ভোটে বামফ্রন্ট চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। যদিও পরে দল ভাঙিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি দখলে নেয় তৃণমূল। এই ব্লকে জেলাপরিষদ আসন মোট তিনটি এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসন ৩২টি। এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিস্রুত পানীয় জল সহ সার্বিক উন্নয়নে বেহাল দশার কথা শোনালেন অধিকাংশ এলাকার বাসিন্দারা। রামপুর থেকে চাকুলিয়া যাওয়ার মূল রাস্তায় নিম্নমানের কাজ হওয়ায় ইতিমধ্যে ভাঙতে শুরু করেছে। বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজলিয়া মোড়ে দাঁড়াতেই এলাকার বাসিন্দারা উগরে দিলেন ক্ষোভ। ৭০ বছর বয়সি আবদুল হান্নান বলেন, গত পাঁচ দশকে গোটা চাকুলিয়ায় কিছু রাস্তা হয়েছে। তাছাড়া উন্নয়নের নামে শুধু প্রচার হয়েছে। আমরা শুধু ভোটের পর ভোট দেখছি। উন্নয়ন চোখে পড়ছে না। উল্লেখ্য, চাকুলিয়ার সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এলাকা সূর্যাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানকার ডাইটন, পিছলা এবং সূর্যাপুরের বাসিন্দারা বলেন, ভোট আসলে কয়েকদিন হোটেলে পেটপুরে খাইয়ে দিয়ে নেতারা খালাস। আমাদের বঞ্চনা ঘোচে না। বেলন এলাকার ফুলভাষা গ্রাম সাম্প্রতিক বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, 'বাবু আমরা শুধু ভোটার। ভোটের সময় হলেই আমাদের কথা সবার মনে পড়ে। উন্নয়ন কী আমরা বুঝি না।' উল্লেখ্য, ৩৪ বছর বাম শাসন থাকার পাশাপাশি ফরওয়ার্ড ব্লকের হাফিজ আলম সাইরানি চাকুলিয়া থেকে মন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে তাঁরই ভাইপো আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর) এলাকার বিধায়ক। কিন্তু তিনি বিধায়ক হওয়ার পর সার্বিক উন্নয়নের নজির চাকুলিয়ায় নেই। ভিক্টর বলেন, 'যা উন্নয়ন তা বাম আমলেই হয়েছে। বর্তমান সরকার উন্নয়নের নামে চাকুলিয়াকে বঞ্চিত করেছে।' যদিও তা স্বীকার করতে রাজি নয় শাসকদল। পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী তথা গোয়ালপোখরের বিধায়ক গোলাম রব্বানি বলেন, 'বাম শাসন চাকুলিয়ার উন্নয়নকে শিকেয় তুলেছে। আমাদের সরকার চাকুলিয়ার বঞ্চনা ঘোচাতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসনের অপদার্থতায় তা করা যাচ্ছে না।'